কবিতা ফবিতা

উৎসব

সূচি

১ রাগের কবিতা ৩
১.১ বৃহন্নলা ৩
১.২ জীবনযাপন ৩
২ দুঃখের কবিতা ৩
২.১ ক্রিকেট ৩
৩ প্রেমের কবিতা ৪
৩.১ আমার প্রিয় স্মৃতি ৪

১ রাগের কবিতা

১.১ বৃহন্নলা

বৃহন্নলা বারবনিতা হলে বা বাস ড্রাইভার হলে
কতলোক মরবে কে জানে ?
সব মৃত্যুই দুর্ঘটনা, সব অসুখই
প্রতিশোধ স্পৃহা জীবাণুর।
কতলোক বাঁচবে কে জানে ?
বৃহন্নলা মুন্নাভাই হলে।
সব খবরই রটনা, প্রোপাগান্ডায় আজানু
ডুবে হায় পাশ্চাত্য সভ্যতা,
খুঁটে খায় কালোলোকের
ছোটলোকের কৃমি কেঁচো গুয়েপোকা,
সাদা সেজে দেবে ধোকা ?
কাপড়চোপড়, চুলের খাঁজে, অনেক দিলে মাঞ্জা,
আলমারিতে ফর্সা হবার লোশন রেখে
কি ভেবেছো ? দেবে ধোকা ?
সব বেইমান, গান্ধীজিকে বাবা মানো।

২ দুঃখের কবিতা

২.১ ক্রিকেট

চোখ সরাতেই চোখ বুজলো,
আর কেউ বুঝলো কি বুঝলো না
থোরাই কেয়ার।
আমাদের দুঃখ হয়েছে।
চোখ, মাথা, অঙ্কের খাতা
মন বলে বুকের বাম দিকের যন্ত্রটা
আজ বন্ধ করে,
আমরা সবাই কাঁদবো।
চোখ, অঙ্কের খাতা , মনের মাথা আর আমি।
স্বদেশে কার গায়ে হলুদ ? বিদেশ গেল কে ?
মুসলমানের সাথে বিয়ে করে কোন হিন্দুর মেয়ে ?
আজ সব বেমালুম ভুলে মেরেছি
অন্ধকারে চোখ, অন্ধকারে চোখের কি কাজ ?
শুধু শোনো আওয়াজ
মাঝারি তরঙ্গের, অন্তরঙ্গের এই কদিন
না হয় তোলা থাকুক এইখানেতে।
ডারউইন নিলো তার উইকেট

আমার দুসপ্তাহের বন্ধু ক্রিকেট।

৩ প্রেমের কবিতা

৩.১ আমার প্রিয় স্মৃতি

ভালোবাসি তোমাকে,
আমার অস্তিত্ব কিছুই নেই,
এখন থেকে শুধু তুমি এবং শুধু মাত্র তুমি,
থাকবে।
কাছে দুরে, অতোটা ম্যাটার করে না
তোমার ডান হাত কার বাম কাঁধে পড়বে ?
জানি না,
কেয়ার করি না,
তোমার পেট ফুলে কার ছোট ছোট পুতুল বেরোবে ?
ঐসব ভাববার ক্ষমতাই নেই।
অস্তিত্বহীনের জীবনের শুধু প্রেমটাই জ্বালানি,
জ্বলে পুড়ে ছাই না হলে দুনিয়া চলবে কি করে ?
শহর জুড়ে যে মস্ত হোর্দিং, সবকটাতে একদিন
বৃষ্টি পরে, হাসি মুখগুলো চুপসে যাবে,
বৃষ্টি এসে ধুয়ে দেবে রাস্তার যতো সব আবর্জনা,
অফিস যাবার নাম করে সবাই ঠিক এসে জড়ো হবে এখানে,
সারা জীবন ভালোবেসে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কবিকে
সেদিন সবাই দেবে কাঁধ।
গোধূলির সেই সময়ে তোমার মুখ,
তোমার ঠিক ঘাড়ের উপর খতম হওয়া চুল,
তোমার রসিকতা,
তোমার পেঁয়াজ কাটা,
তোমার চাপা স্বরে গান গাওয়া,
তোমার অকারণের স্বীকারোক্তি, তোমার ভয় পাওয়া,
আমাকে নতুন শরীর দেবে , নতুন চোখ দেবে, ফুসফুসে দেবে নিকোটিন হীন বায়ু।
ব্যাস শেষ।